ব্রি ধান৩১

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ধান৩১ একটি আমন ধানের জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিআর১১ এবং এআরসি১০৫৫০-এর মধ্যে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে এ জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতটি বিআর১১-এর চাইতে ৫-৬ দিন আগাম পাকে।

ব্রি ধান৩১

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৫ সেমি।
- চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।
- ধানের রঙ এবং দেখতে বিআর১১-এর মতই তবে আকারে একটু বড়।
- ধানের গাথুনি বেশ ঘন এবং ছড়ার গোড়ায় কিছু চিটা হয়।
- এ জাতের মৃদু আলোক সংবেদনশীলতা আছে।

জীবনকালঃ

এ জাতের জীবনকাল ১৪১ দিন।

ফলন ঃ

ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১-৩০ আষাঢ় (১৫ জুন-১৫ জুলাই)।

২. **চারার বয়সঃ** ৩০-৩৫ দিন

৩. **রোপণের সময়ঃ** ১-৩০ শ্রাবণ (১৫ জুলাই-১৫ আগষ্ট)।

৪. **রোপণ দুরত্বঃ** ২৫ সেমি × ১৫ সেমি

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
২৬	৮	১৪	৯

৫.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সববেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৩১ বাদামী গাছফড়িং-এর আক্রমণ প্রতিরোধশীল। তবে এতে বাকানী রোগের আক্রমণ বেশি হতে পারে। অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৯. **ফসল কাটা ঃ** ১০ কার্তিক-১০ অগ্রহায়ণ (২৫ অক্টোবর-২৫ নভেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd